14

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12 JUL 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ১ .....

এবারের এসএসসি'র ফল

গত মঙ্গলবার একযোগে দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার ঢাকা ৪৯.৯৭, যশোর ৪৭.৪৫, কুমিল্লা ৬১.১৮, রাজশাহী ৪৯.১৬ ও চট্টগ্রাম ৬১.৩৭ শতাংশ। এ থেকে দেখা যাচ্ছে চট্টগ্রাম বোর্ডে সর্বোচ্চ হারে পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে। আর সবচেয়ে কমসংখ্যায় ছাত্রছাত্রী পাস করেছে যশোর বোর্ড থেকে। এই পাসের হার যদি সামগ্রিক শিক্ষার মানদন্ড হয়ে থাকে, তাহলে বলতেই হবে যে যশোর বোর্ড পিছিয়ে রয়েছে এবং চট্টগ্রাম অগ্রসর। যশোর ও ঢাকার তুলনায় কুমিল্লাও বেশ অগ্রসর। অবশ্য, পাসের এই তারতম্য আরও নানাবিধ কারণেই ঘটতে পারে।

মেধা-তালিকায় যারা স্থান পেয়েছে তাদের প্রায় সবাই দেখা যাচ্ছে শহরাঞ্চলের বাশিন্দা এবং নামকরা স্কুলের ছাত্রছাত্রী। বরাবরের মত এবারও ক্যাডেট কলেজগুলো প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। পক্ষান্তরে গ্রামাঞ্চলের কোন ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকায় উঠে আসতে পারেনি। পাসের হারও সম্ভবত গ্রামাঞ্চলে কম। যদিও বিষয়টি পৃথক করে ফলাফলে দেখানো হয়নি। মেয়েরা এবারও সার্বিকভাবে ভাল ফল করেছে, যদিও কৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা কম। এবারের ফলাফলের আরেকটি লক্ষণীয় বিষয়, বিপুলসংখ্যক ছেলেমেয়ে পাস করেছে প্রথম বিভাগে। তবে, সংখ্যায় দ্বিতীয় বিভাগ সবচেয়ে বেশী। তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত কৃতকার্যের সংখ্যা অতি নগণ্য। এতে সাধারণ বিবেচনায় মনে হতে পারে যে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক মেধাস্তর উন্নততর হয়েছে। কিন্তু, ওয়াকিফমহলের মতে, এই বিবেচনা সর্বাংশে যথার্থ নয়। অবজেকটিভ বা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতি এবং নির্ধারিত প্রশ্নব্যাংক ছেলেমেয়েদের বেশী নম্বর পেতে সহায়ক হয়েছে। আমাদের সন্তানরা অধিকসংখ্যায় ভাল নম্বর পেয়ে এসএসসি উত্তীর্ণ হচ্ছে—বিষয়টি সুখপ্রদ। কিন্তু, পাশাপাশি, যে উদ্দেশ্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, তা কতটা ফলপ্রসূ হচ্ছে সে প্রশ্নে বিতর্ক আছে।

গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েরা কেন মেধা তালিকায় স্থান পায় না—এ বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। বিশ-একুশ বছর আগেও আমরা দেখেছি, অজপাড়াগাঁয়ের অনেক ছেলে এসএসসিতে স্ট্যান্ড করেছে। কিন্তু, এখন তা চিন্তা করাও যায় না। গ্রামে কোন মেধাবী শিক্ষার্থী নেই—এমন কথা বলা যায় না। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? কোচিং সেন্টার এবং সাজেশনের যুগে—গ্রামের ছেলেরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির সময় তুলনামূলকভাবে কম সুযোগ পায়। গ্রামের স্কুলগুলোতে লেখাপড়ার মানও নেমে গেছে। এই অবস্থাটি সুখপ্রদ নয়। কি করে এই অবস্থার পরিবর্তন করা যায়, সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

এসএসসি পরীক্ষায় যারা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই এবং কামনা করি তাদের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ। কৃতকার্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর উচ্চতর শিক্ষার পথ সুগম হোক-এই কামনা করি। সেই সঙ্গে যেসব ছেলেমেয়ে এবার অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের প্রতি আমাদের পরামর্শ, মনোবল না হারিয়ে নতুন করে পড়শোনায় মন দিতে হবে। ব্যর্থতাও সাফল্যের মজবুত ভিত রচনা করে, এই সুবচনটি তাদের প্রত্যেকেরই মনে রাখা জরুরী। আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টায় সুফল পাওয়াই স্বাভাবিক।